MAY 17 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

বিএড প্রশিক্ষণ প্রশ্নে

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য বিএড প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমে এই বিএড প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা স্নাতক পাস এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষকদের জন্য ৭০% এবং অশিক্ষকদের জন্য ৩০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়। অপরদিকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ৯০% এবং নন টিচারদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়। তাই প্রতিবছর (৩০%+১০%) প্রশিক্ষণার্থী (যারা শিক্ষক নয়) বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভের আশায়। ১০% প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে অনেক কর্মচারী রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে নিয়োজিত। গত ২৪/০৮/২০০০ তারিখে শিক্ষক সমিতির সাথে শিক্ষামন্ত্রীর যে চুক্তি হয় তাতে বলা হয়েছে, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে এসএসসি হতে স্নাতক পর্যন্ত কোন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।" এ চুক্তিতে বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্যও কোন সুযোগ রাখা হয়নি। তাহলে কি করবে বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা? সরকার যদি তাদের চাকরিই না দেবে, তাহলে কেন তাদের প্রশিক্ষণ করাল? সরকার কেন তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তদের বিএড প্রশিক্ষণে ভর্তির সুযোগ দিল?. তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জনবল কাঠামোর নিয়োগ যোগ্যতা সংশোধন করে বিএড প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তকারীরা যাতে শিক্ষক (শূন্য, সৃষ্ট ও ভোকেশনাল) পদে আবেদন করতে পারে। সে সুযোগদান। অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

সেলিম রেজা
অফিস সহকারী
আগ্রান উচ্চ বিদ্যালয়
বড়াইগ্রাম, নাটোর।